@@@ 'গোত্রান্তর' নাটকের কানাইক চরিত্রটি সম্পর্কে আলোচনা করো ।।

উঃ- বিজন ভট্টাচার্যের 'গোত্রান্তর' নাটকের একটি উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হলো কানাই। নাটকের প্রায় সমগ্র অংশজুড়ে কানাই চরিত্রটি বিরাজমান। অনেকেই কানাইকে 'গোত্রান্তর' নাটকের নায়ক বলে মনে করেছেন। নাট্যকার হয়তো সেই উদ্দেশ্য নিয়েই একজন বস্তির ছেলেকে নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

কানাই শৈলীর ছেলে।'গোত্রান্তর' নাটকের দ্বিতীয় অংকের প্রথম দৃশ্যে তাকে প্রথম দেখা যায়। সে একজন যুবক শ্রমিক, বস্তির ঘিঞ্জি পরিবেশে তার বসবাস। তথাকথিত ভদ্র মানুষের থেকে তার জীবনযাত্রা আলাদা। বিভিন্ন কল-কারখানা, রাস্তায় লেবারের কাজ করে জীবনধারণ করে। জীবনে বিলাসিতা,বাহুল্য বলে কিছু নেই তার কাছে। আছে বিবেকবোধ, সহমর্মিতা, ভালোবাসা, অন্যায়ের প্রতিবাদের জন্য শক্ত দুটো হাত। নাট্যকার বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই এই চরিত্রটিকে আনয়ন করেছেন।

বাড়ি ভাড়ার জন্য কেশবের সঙ্গে হাতাহাতি ও ঝগড়ার মুহূর্তে এই চরিত্রটি পাঠকের সামনে উঠে আসে। হরেন্দ্র ও তার পরিবারকে আশ্রয় দেওয়ার ব্যাপারে তথাকথিত ভদ্রলোকেরা যখন একে অপরের উপর দায়িত্ব চাপাতে ব্যস্ত তখন তাদের কাজকর্মে হতাশ হয়ে কানায় মন্তব্য করে - " কেয়া পরেআনি - ভদ্দর লোককে ভদ্দর আদমি না দেখলে" এরপর সে নিজেই প্রস্তাব দেয় মা শৈলীকে, তাদের বস্তিতে হরেন্দ্র ও তার পরিবারকে নিজেদের বস্তিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এই ঘটনাটি যেমন তার বড় মনের পরিচয় দেয় তেমনভাবেই পরকে আপন করে নেওয়ার মহৎ গুণের পরিচয় বহন করে।

পরবর্তী সময়ে হরিধন ঘড়ির দিকে কুনজর দেওয়ায় কানায় তাকে সাবধান করে দেয়, - " দেখ সরকার..... নজর দিয়েছে কি জানবে চোখ তোমার আমি উপরে ফেলে দেব।" কানাইয়ের প্রতিবাদী সত্তার এ এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। হরিধন চক্রান্ত করে গৌরীকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করলে কানাই তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে।

নাটকের তৃতীয় দৃশ্য আমরা দেখতে পাই কানাই বস্তির বাচ্চাদের পড়াশোনার জন্য স্কুল গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়। নিজে যন্ত্রপাতি নিয়ে পাঠশালার আসবাবপত্র তৈরি করে দেয়। গৌরী সঙ্গে কানাইয়ের কথোপকথনে জানতে পারা যায়,কানাইও স্কুলে পড়ায়, ঘড়ির কাকু কেশবের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ছিল। কানাই সম্মানীয় ব্যক্তিকে সম্মান দিতে জানে, তাই হরেন্দ্র মাস্টারকে 'মাস্টারজি' বলে সম্বোধন করে।

নাটকের শেষের দিকে হরেন্দ্র মাস্টার বস্তি ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা বললে কানাই দুঃখিত হয়- ' স্কুলটা ভেঙ্গে যাবে'। গৌরী সঙ্গে তার নীরব প্রেমের কথা জানা যায়। গৌরী এবং কানাইয়ের গোপনে কথাবার্তা মা শঙ্করীর চোখে পড়ে যায় এবং এই বিষয়টিকে ভুল বোঝে। সে ভাবে যে কানাই তার মেয়ের বেইজ্জতি করেছে। এরপরেই হরেন্দ্র জবানিতে জানা যায় কানাই এবং গৌরী পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসে এবং তারা বিয়ে করতে চায়। শঙ্করীর কাছে বিষয়টি অসম্ভব মনে হলেও হরেন্দ্র মাস্টার বিষয়টিকে সম্মতি জানিয়ে বলেন - " এ বিয়া হইব। এ বিয়াই হইব।" নানা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তাদের বিয়ে সম্পন্ন হয়। কিন্তু অনুষ্ঠানের শেষে রাতে হরিধন ও তার গুন্ডা লাঠিয়ালদের নিয়ে অতর্কিতে ঘুমন্ত বস্তির ওপর আক্রমণ করে। বস্তিবাসীদের সম্মিলিত প্রতিরোধে আততীয়রা পিছু হটতে বাধ্য হয়। কানাই ও গৌরীর শুরু হয় এক নতুন জীবন। ঘটে যায় জীবনের গোত্রান্তর।

এইভাবে কানাই চরিত্রটি আলোচনা করে আমরা দেখতে পেলাম, এই নাটকের মূল যে উদ্দেশ্য তা সম্পন্ন

করেছে কানাই চরিত্রটি। কানাইয়ের হাত ধরেই শুরু হয়েছে গোত্রান্তর। নাটকে নাটকীয় বিভিন্ন 'প্লট' সৃষ্টিতে কানাই চরিত্র হিসেবে নাটককে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। এখানেই কানাই চরিত্রটি সার্থক হয়ে উঠেছে।

.....

PREPARED BY BIBEK MAJI (RANIGANJ GIRLS' COLLEGE)
M - 8072190258